দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 24 JUL 1986
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

004

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা

বাংলা প্রবাদ আছে, "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড" আরবীতে বলা হয়ঃ জ্ঞানই আলো, ইংরেজী ভাষায় আছেঃ Education is the back bone of nation এই প্রবাদ কাব্যগুলোর অর্থ হলো একটি দেশের ও জাতির অগ্রগতি সমৃদ্ধি বা সার্বিক উন্নতি নির্ভর করে শিক্ষার উপর। এই জন্য শিক্ষাকে জাতির মেরুদণ্ড এবং আলোর সাথে তুল্য করা হয়েছে। অতীত বর্তমান বিশ্বের দেশগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে বুঝা যায়, যে সব দেশের শিক্ষার হার বেশি সে সব দেশেই অন্যদের তুলনায় অনেক বেশি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী এবং তাদের আছে শিক্ষার ধরন ও পদ্ধতি অনেক উন্নত। এমন বহু দেশ আছে যাদের সম্পদের কোন প্রকার কমতি নেই কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষার অভাবে তারা আজ অনেক পিছনে পড়ে আছে।

বাংলাদেশের কথা ধরা যাক, বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র। এখানে শতকরা প্রায় ৮৫ জন বা তার চেয়েও অধিক মসুলমান বাস করে। দারিদ্রের দিক থেকেও এরা দিবতীয় স্থানে আছে, এর কারণ কি ? এদেশে তো প্রাকৃতিক সম্পদ সত্যিকার অর্থে তেমন কম নয়, এর একমাত্র কারণ আমাদের দৃষ্টিতে যা ধরা পড়ে তা হলো, একটি সুষ্ঠু সুশৃংখল সমাজ ব্যবস্থার অভাব, আর এই সমাজ ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজন একটি উন্নত পদ্ধতির উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা।

শিক্ষা ব্যবস্থার জটিলতা

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে নজর করলে দেখা যায়, এখানে দুই ধরনের শিক্ষা বযবস্থা চালু রয়েছে। ১। স্কুল বা সাধারণ শিক্ষা ও ২ মাদ্রাসা বা ইসলামী শিক্ষা। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিত লোকেরা দেশের সকল পর্যায়ে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত। তাবৎ সরকারী-বেসরকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে দেশের সব উল্লেখযোগ্য অংগনে এককভাবে সুযোগ পেয়ে থাকে।

অপরদিকে মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিরা ঐ সব সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত। এদের মধ্যে যদি কেউ বহু সাধনার পর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা এবং উচ্চ ডিগ্রীর অধিকারী হয়েও থাকে তাকেও শেষ পর্যন্ত হতাশাগ্রস্ত হতে হয়। আমাদের দেশে এরূপ ধারণা প্রচলিত আছে যে, মাদ্রাসার শিক্ষিত ব্যক্তিরা শুধু মক্তব, মাদ্রাসা, খানক, মিলাদেরত থাকবে এদের আর অন্য কিছুর প্রয়োজন নেই।

একই সমাজে দুই ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার ফলে মোল্লা ও মিস্টার দুই শ্রেণীর লোক গড়ে উঠছে। স্কুল শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিদেরকে বলা হচ্ছে মিস্টার, মাদ্রাসায় শিক্ষিত বযক্তিদেরকে বলা হচ্ছে মোল্লা। দেখা যায়, মোল্লা এবং মিস্টারদের মধ্যে কেমন যেন একটা পার্থক্য বিরাজ করছে এবং এর কারণে পরস্পরকে এরা মোল্লা মিস্টার বলে হেয় জ্ঞান করছে। এই শিক্ষা ব্যবস্থার কারণে একটি উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গঠনের স্থানে একটি শ্রেণীসংঘাতের আশংকা দেখা যায়।

অধিকার বঞ্চিত মাদ্রাসা শিক্ষার্থী

সমাজের খেয়াল চেপে আছে যে, মাদ্রাসা শিক্ষায় কেবল থাকবে পরকালের সফলতা, ইহকালের কোন সুযোগ-সুবিধা বা প্রভাব প্রতিপত্তি এদের কোন প্রয়োজন নেই। সত্যিকার অর্থে এ কথাটা একটা অমুলক ধারণা। পরকালের সফলতা সবার প্রয়োজন, শুধুমাত্র মাদ্রাসায় পড়ুয়াদের জন্য নয়। এখানে ইসমাইল হোসেন সিরাজীর একটি কথা উল্লেখ করতে হয়। তিনি আত্মবিশ্বাস জাতীয় প্রতিষ্ঠা নিবন্ধে লিখেছেনঃ ইসলাম দুনিয়াকে ত্যাগ করিয়া নহে বরং দুনিয়াকে গ্রাস করিয়া, বরং দুনিয়াকে গ্রাস করিয়া, বশ করিয়া এবং অধীন করিয়া।

মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত ছাত্ররা তাদের প্রাপ্য নানা অধিকার থেকে বঞ্চিত রয়েছে যেমনঃ তাদের জন্য টেক্স বুক বোর্ড নেই, প্রাথমিক পর্যায়ে বিনা মূল্যে বই সরবরাহের কোন ব্যবস্থ নেই, উপযুক্ত পরিমাণ বৃত্তির ব্যবস্থ নেই। শিক্ষকের জন্য নেই সার দেশের মধ্যে একটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা। চাকরি-বাকরির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। (চলবে)

—মুহাম্মদ এরশাদ উল্লাহ ভূঞা।